যুগান্তর

০৪ 2002

মেয়েরা বাণিজ্য শিক্ষায় আগ্রহী হচ্ছে

বর্তমানে মেয়েরা বাণিজ্য শিক্ষায় আগ্রহী হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে বিবিএ ও এমবিএ-তে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশই হলো মেয়ে। এই অনুষদের শিক্ষকতায়ও রয়েছেন বেশ ক'জন মহিলা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের বাণিজ্য শিক্ষার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদন লিখেছেন **রবিউল আলম মুন্না**

ড. মুবিনা খোন্দকার

সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ ফ্যাকাল্টিতে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের হার উল্লেখযোগ্য নয়। ব্যবসা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণে মেয়েদের আগ্রহ বৃদ্ধি পেলেও বর্তমানে এই হার শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রী ও শিক্ষিকার আনুপাতিক হারকে আমি বৈষম্যের ফলাফল বলে মনে করি না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য এবং এখানে ছাত্রী হওয়ার জন্য মেধা ও যোগ্যতাই প্রধান মাপকাঠি ও ছাত্রীদের সংখ্যা কম মনে হলেও তা মূল কারণ নয়। ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রীরা কোনরকম বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে না। আসলে শৈশব থেকেই মেয়েরা পারিবারিকভাবে বৈষম্যের শিকার হয় বিধায় মেয়েরা ছেলেদের অপেক্ষা অনেক কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। একটি মেয়ে স্কুলজীবন থেকেই বৈষম্যের কবলে পড়ে কলেজ জীবন পেরিয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে সেখানেও সে নানান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে মেয়েরা বৈষম্যের শিকার হয় কখনও কখনও শিক্ষকদের মাঝেও বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি চোখে পড়ে। তারা চায় মেয়েরা কোনরকম পাস করে থাক। একটি ছেলে যেভাবে একজন শিক্ষকের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে মেয়েদের পক্ষে সেটা সম্ভবপর নয়। একটি মেয়েরও ছেলের মতো সমান যোগ্যতা রয়েছে। মেধার তুলনায় মেয়েরাও ছেলেদের সমান কিন্তু সুযোগের অভাবে তারা ভাল কিছু করতে পারছে না।

খালেদা খাতুন

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, সহযোগী অধ্যাপক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা এবং ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খালেদা খাতুন। তিনি বলেন, মেয়েরা ব্যবসায় শিক্ষার দিকে ঝুঁকছে কিন্তু সামাজিক কিছু প্রতিবন্ধকতার জন্য ওঠে আসতে পারছে না। এজন্য তাকে পরিবার থেকেই উৎসাহিত করা প্রয়োজন। এছাড়া মেয়েদের শারীরিক এবং মানসিক কিছু সমস্যাও রয়েছে। তবে আমার মতে, পরিবার হচ্ছে একটি মেয়ের বড় ভিত্তি, সে জন্য পরিবার থেকেই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এছাড়া মেয়েদের বড় পর্যায়ে পৌঁছার জন্য যে অন্তরায়গুলো কাজ করে তা হল মেয়েরা সহজে ঋণ পায় না, নিংকেজ সমস্যা, অর্থায়ন ও পরিচিত সমস্যা। তাছাড়া নানা ঝামেলায় পড়তে হয় যেজন্য মেয়েরা ভাল কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এই সমস্যার জন্য যেই মেয়েরা বড় অবস্থানে রয়েছে তাদেরই প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। চাকরির ক্ষেত্রে সিলেকশন বোর্ডের ধারণা মেয়েরা সময় দিতে পারবে না তাই উঁচু পর্যায়ে মেয়েরা পৌঁছতে পারছে না।

ড. রাজিয়া বেগম

সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ

প্রথম দিকে বাণিজ্য শিক্ষার প্রতি মেয়েদের আগ্রহ খুবই কম ছিল। এখনো মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু এই সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। মেয়েরা অনেক বাধার সম্মুখীন হয় বিধায় তারা কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। প্রথমত, নিজস্ব ও ব্যক্তিগত বাধার মধ্যে রয়েছে- সংসারের ও অফিসের কাজকর্ম এক সঙ্গে করতে হয় বিধায় টেনশনে পড়ে গিয়ে কোন কাজই ভাল হয় না। কাজের জন্য সমাজ এবং পরিবার তাদের অনুপ্রাণিত করে না। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপারে ধারণা কম তাই সরকারিভাবে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ব্যবসা করতে গেলে মূলধনের অভাব, বাবা এবং স্বামী কেউই এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে না। ব্যাংক থেকে ঋণ পেতেও মেয়েদের বেশ বেগ পেতে হয় বন্ধক দিয়ে ঋণ আনতে হয় তারপর প্রয়োজন গ্যারান্টার, যেটা মেয়েদের সবার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হয় না। ঋণের সুদও বেশ চড়া। আমার মতে, ঋণের সুদ ৮ থেকে ১০ শতাংশ করা উচিত, যেটা বর্তমানে ১৫ শতাংশ। তাহলেই মেয়েরা ব্যবসায়ে আগ্রহ পাবে। ই-কমার্সের ব্যাপারে মেয়েদের কোর্স রাখা দরকার। সমাজ ছেলেদের তৈরি করছে অপরদিকে মেয়েরা নিজে থেকেই তৈরি হচ্ছে পারিবারিকভাবে একটা ছেলে যে সাহায্য পায় মেয়েরা সেটা পায় না। নিঃসন্দেহে কাজের জন্য একটা সুন্দর সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক কিছু জটিলতাও দূর করতে হবে।

শাবনাজ আমিন অদিতি

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, শেষ বর্ষ, এমবিএ

ব্যবসায় অনুষদে লেখাপড়া করার পর চাকরির ব্যাপক পরিধি বেড়েছে কিন্তু সামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং পারিবারিক অসহযোগিতার ফলে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে বর্তমানে চাকরিজীবী অনেক মেয়েকেই ছেলেরা পছন্দ করছে কিন্তু বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির চাপে বাধ্য হয়েই ভাল চাকরি হারাতে বা ছাড়তে হয়। অনেকেই মনে করে ঘরের বউ পরের অফিসে কাজ করবে কেন? এটা ঠিক নয়। মেয়েদের ছোট থেকে বেড়ে ওঠার জন্য পরিবারের সহযোগিতা বড় বেশি প্রয়োজন। বিশেষ করে মেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের উঁচু পর্যায়ে পৌঁছতে না পারার কারণ হল, অনেক বড় পদের অফিসাররা মনে করেন মেয়েরা বেশি সময় দিতে পারবে না, ঝুঁকি নিতে পারবে না, কাজের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে না তাই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা পিছিয়ে পড়ছে। এজন্য সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। তাই দরকার শিক্ষা ও উদারতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

মাহফুজা মালিক মুনমুন

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ, চতুর্থ বর্ষ, বিবিএ

বর্তমান কর্মক্ষেত্রে ব্যবসায় শিক্ষার জ্ঞান বড় বেশি প্রয়োজন। তাই যুগের চাহিদা থেকেই ব্যবসায় অনুষদে পড়তে এসেছি। বর্তমানে ব্যবসা ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থান খুবই হতাশাব্যঞ্জক। এ অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হলে বিশাল পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রথমত সামাজিক অবস্থান যেমন নারী স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, সর্বোপরি নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এরপর সঠিক প্রশিক্ষণ এবং ঋণ দিতে হবে। তবে নারীরা উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পর চাকরিতে যেয়েই নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। কর্মক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হয়। এছাড়া অনেক পরিবারও মেয়েদের চাকরি করাটাকে উদার দৃষ্টিতে দেখে না। আমার একটা জিনিস খুব খারাপ লাগে, যখন দেখি আমাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া অনেক ছেলে যারা নিজেদের প্রগতিশীল সমর্থক বলে দাবি করে, তাদের মধ্যে অনেকেই কখনও কোন মেয়েকে (কর্মজীবী) জীবনসঙ্গী হিসাবে ভাবতে পারে না এবং শুধু ঘর-সংসার করবে এমন মেয়েকেই তারা প্রত্যাশা করে। আসলে প্রথমেই এই সংস্কারবোধগুলোকে দূর করা উচিত।

১. ড. রাজিয়া বেগম ২. ড. মুবিনা খোন্দকার ৩. খালেদা খাতুন ৪. শারমিন শবনম রহমান ৫. সিলভিয়া আক্তার ৬. শাবনাজ আমিন অদিতি ৭. ফাতেমা কালেম বীথি ৮. নিশাত ৯. মাহফুজা মালিক মুনমুন

নিশাত

মার্কেটিং বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ, বিবিএ

বর্তমান সময়টা ব্যবসায় কেন্দ্রিক তাই যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণে বিজনেস স্টাডিজে পড়তে আসা। কিন্তু সামাজিক কিছু প্রতিবন্ধকতার জন্য আমার মতো অনেকেই পিছিয়ে পড়ে। রক্ষণশীল পরিবারের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে প্রধান সমস্যা। অনেকেই চায় না মেয়েরা কো-এডুকেশনে পড়ুক। মেয়েদের পড়াশোনার জন্য তারা গার্লস স্কুল, কলেজ বেছে নেয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভাল মানের কলেজও খুঁজে পাওয়া যায় না বিধায় বাধ্য হয়ে কো-এডুকেশনে পড়তে হয়। অনেক মেয়েই এমন পরিবেশে এসে প্রথমে খাপ খাওয়াতে পারে না। তাই তো মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বাঙালি অধিকাংশ মেয়েরই ব্যবসা-বাণিজ্যে আগ্রহ নেই। যাদের আগ্রহ রয়েছে তারা মূলধন জোগাড়, ব্যবসায় কাঁচামাল সংগ্রহ, কর্মচারী নিয়োগ এবং দৌড়াদৌড়ির ব্যাপারগুলো এগিয়ে চলতে চায়। তারা চায় নিশ্চয়তা। ঝুঁকি গ্রহণের প্রবণতা মেয়েদের খুবই কম। সর্বোপরি আমার মতে, এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য উচিত মেয়েদের জন্য কাজের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। এক্ষেত্রে পরিবার এবং স্বামীর সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

শারমিন শবনম রহমান

একাউন্টিং বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ, বিবিএ

বর্তমানে ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে মেয়েদের আগ্রহ খুবই কম কিন্তু যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে এই শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের দেশে মেয়েরা পুরুষের পাশাপাশি স্বচ্ছন্দে ও নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছে না কারণ এর জন্য দায়ী সামাজিক কুদৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন কিছু মানুষ যাদের জন্য অফিসে কাজ করার সুন্দর পরিবেশ নেই। আবার সামাজিক প্রেক্ষাপট পুরুষের সমকক্ষ হওয়ার সুযোগও দেয় না। এর পেছনের কারণগুলো হল, নারীদের দুর্বল মনে করা, পুরুষ কর্তৃক নারীদের দাবিয়ে রাখার প্রবণতা, পুরুষের হীনম্মন্যতা, সামাজিক মনোভাব, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার অভাব। বর্তমানে পেশাগত পরিবেশও উপযোগী নয়। প্রায়ই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নারীদের ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পুরুষ কর্মীদের লোলুপদৃষ্টি থেকে রেহাই পাওয়ারও কোন উপায় নেই। লেখাপড়া শেষে বিয়ের পর অনেকেরই চাকরি করা সম্ভব হয় না কারণ, স্বামী, শাশুড়ি, সংসার, বাচ্চা-কাচ্চা সামলাতেই দিন চলে যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের সংসারের হাল ধরতে হয় বলে তাদের রঙিন স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা অচিরেই নিভে যায়।

সিলভিয়া

ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ, বিবিএ

বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি এবং নানান সমস্যাকে পেছনে ফেলে আমি আজকের এই পর্যায়ে এসেছি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে দেখছি জব মার্কেটের সংকীর্ণতা এবং চাকরির পরিবেশ, সহকর্মীদের অসহযোগিতার চিত্র। একটি ছেলে-মেয়ের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য সবার আগে প্রয়োজন পারিবারিক সহযোগিতা, তারপর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির সহযোগিতা, তারপর সর্বোপরি ও প্রেশেবর্গের সহযোগিতা। যা বর্তমানে কারও কাছ থেকেই পাওয়া যায় না। সর্বস্তরের মানুষের সংকীর্ণ মনমানসিকতার জন্য মেয়েরা আজকে এখনও বিশ্ব অনুযায়ী অনেক পিছিয়ে রয়েছে। মার্কেটিং বিভাগের ছাত্রী ফাতেমা কালেম বীথি বলেন, ব্যবসায় অনুষদে পড়তে এসেছি, ব্যবসা অঙ্গনে নিজেকে একজন সফল ব্যক্তিত্বরূপে দেখার জন্য। বর্তমানে এই পর্যায়ে আসতে বেশ কিছু সামাজিক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আত্মীয়দের অনেকেই কমার্স পড়ব তা চাননি। আবার মেয়ে হিসাবে রাস্তায় বের হলে কিছু বখাটে ছেলের বিদ্রূপাত্মক টিটকারিও সহ্য করতে হয় মাঝে মাঝে। বর্তমানে ব্যবসায় প্রশাসনে মেয়েদের অবস্থান বড়ই নাজুক। আসলে এই অবস্থার কারণ হচ্ছে ব্যবসা ক্ষেত্রে অনেক মেয়েই নিজেকে দেখতে পছন্দ করে না। তাদের মতে এটা ছেলেদের কাজ।